দৈনিক সংবাদ

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

154

তারিখ 30 MAR 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

সংবাদ

ঢাকা: বৃহস্পতিবার, ১৬ই চৈত্র, ১৩৯৫

চট্টগ্রামে ছাত্র সংঘর্ষ বনাম অস্ত্রের রাজনীতি

চট্টগ্রামে বাণিজ্য কলেজ, চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ ও মহসীন কলেজে ছাত্রদের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষে জসিমউদ্দীন নামে একজন ছাত্র গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। আহতের সংখ্যা ৪০। এদের মধ্যে ৫ জনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহত ৫ জন ছাত্রই গুলীবিদ্ধ হয়েছে।

সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় কলেজ সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দাবী অনুযায়ী ছাত্রশিবির মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় হামলা চালায়। ছাত্রশিবির দাবী করেছে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ থেকে ছাত্র শিবিরের কর্মীদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। নিহত ছাত্রটি শিবিরকর্মী বলে ছাত্রশিবির দাবী করেছে। অপরপক্ষে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বলেছে সে একজন সাধারণ ছাত্র। সংঘর্ষের সময় গুলীবিদ্ধ হয়ে কলেজের একজন পিয়নও আহত হয়েছে। ওখান থেকে সংঘর্ষ চট্টগ্রাম সরকারী কলেজেও ছড়িয়ে পড়ে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কর্মীরাও এই সংঘর্ষে আহত হয়েছে। তারা হামলার জন্য ছাত্র শিবিরকে দায়ী করেছে।

সংঘর্ষের সূত্রপাত কোন্ তরফ থেকে করা হয়েছে তা নিয়ে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য এসেছে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ছাত্রশিবিরের সশস্ত্র হামলার প্রতিবাদে অর্ধদিবস হরতাল ডাকে। হরতালের দিন শিবিরকর্মীদের হামলায় সংগ্রাম পরিষদের আরও ১০ জন আহত হয়।

চট্টগ্রামের উক্ত তিনটি কলেজে আগামী ৩রা এপ্রিল নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ছিল। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া নিয়ে এই সংঘর্ষের পর কলেজ ৩টি বন্ধ করে দেওয়া হয়। নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়েছে। এর পর শুরু হবে পবিত্র রমজানের বন্ধ।

অতীতের ঘটনাবলী থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় সেখানে পরিস্থিতিতে ক্রমেই উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা এ ব্যাপারে পূর্বাহ্নে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন বোধ করেনি। ছাত্রশিবিরের রাজনীতি নিয়ে দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ রয়েছে। তাদের অস্ত্রের রাজনীতি যেমন সত্য, তেমনি তাদের ঠেকাতে অস্ত্র ব্যবহারের রাজনীতিও সত্য। এর ফলেই উভয় পক্ষে আহতদের অনেকেই গুলীবিদ্ধ হয়েছে। চট্টগ্রাম বাণিজ্য কলেজে এক ঘন্টা ধরে সংঘর্ষ চলে। লাঠি ছোরা ছাড়াও বোমাবাজি করা হয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার চলেছে নির্বিবাদে। হামলায় বহিরাগতরা এসেছে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে। সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে আরও দু'টি কলেজে।

প্রথম থেকে পুলিশ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সংঘর্ষে প্রাণহানি হতো না। বহুসংখ্যক ছাত্র আহত হয়েছে দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষে। পুলিশ হস্তক্ষেপ করেছে দেরী করে। আর তখনই অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আসে।

দোষী নির্দোষ সম্পর্কে রায় দেওয়ার ব্যাপারটা এখানে প্রধান বিবেচ্য নয়। ছাত্র রাজনীতিতে কোন পক্ষেই অস্ত্রের অভাব ঘটে না সংঘর্ষকালে তারই প্রমাণ আরেকবার পাওয়া গেল চট্টগ্রাম বাণিজ্য কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। নির্বাচনের মনোনয়নপত্র দাখিলকে কেন্দ্র করে এই সশস্ত্র সংঘর্ষের পরও গণতন্ত্র নিয়ে উচ্চকন্ঠ হবে ছাত্রসমাজ, রাজনৈতিক দল, অথচ তাদের অঙ্গ সংগঠন হিসাবে ছাত্রদের হাতে অস্ত্র কোথা হতে আসে, সেটা তাদের অজানা থাকার কথা নয়।

খবরে প্রকাশ, নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় শিবির ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কর্মীদের মধ্যে বচসা হয় এবং উত্তেজনা বাড়তে থাকে। পরিণতিতে সংঘর্ষ বাধে। আগে থেকে প্রস্তুত না থাকলে আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে এসেছে? মাইক্রোবাস করে বহিরাগতরা এসেছে, মোটর সাইকেলেও এসেছে তারা। এই বহিরাগত কারা, কী তাদের পরিচয়। শুধু পাল্টা বিবৃতি দিয়ে দোষ স্খলন করলে লোকে বিশ্বাস করবে না।

পাশাপাশি এ সত্যকেও স্বীকার করতে হবে যে, গণতন্ত্রের অনুশীলনের ক্ষেত্রে ঐতিহ্য কোন্ পক্ষের কতটা তা তলিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। শিবির গণতন্ত্রের কথা বলে। গণতন্ত্র অনুশীলনের ইতিহাস তাদের গৌরবের নয়। ১৯৭১ সালে তাদের ভূমিকা তার সাক্ষ্য। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদও তাদের ঐতিহ্য স্মরণ করলে চলবে না। কার্যক্ষেত্রে তার প্রমাণ রাখতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের যে ঐতিহ্য ও অঙ্গীকার দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে, তাকে সুলঘন করলেই চলবে না। তাকে অনুসরণ করার মত সাহসের পরিচয় ও ধৈর্যের পরীক্ষা তাদের দিতে হবে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ কী শান্তি ভঙ্গের আশংকা করেননি? চট্টগ্রামে ছাত্রশিবির যে উদাহরণ গত কয়েক বছর রেখে এসেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে অন্ততঃ শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা ও পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল। তার প্রতি নজর না দেওয়ার জন্য তাদের অসহায় দর্শকের ভূমিকা পালন করতে হয়।

আর যাই হোক যখন কোন পক্ষ অস্ত্র হাতে শক্তি পরীক্ষায় এগিয়ে আসে, শুনতে ভাল লাগলেও নজরুলের ভাষায়, বাঘকে তো ঘাস খাওয়ার আবেদন জানিয়ে তার হিংস্রবৃত্তি নিবারণ সম্ভব নয়?

তাই শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের ঝন্ঝনা ছাত্র রাজনীতিকে কলুষিত করছে। শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। সাধারণ ছাত্ররা হচ্ছে সন্ত্রাসের শিকার। জসিমউদ্দীন নামে একজন ছাত্র নিহত হয়েছে। সে কোন্ পক্ষের এবং কোন্ পক্ষের ছাত্রের গুলীতে নিহত হল—এটাই একমাত্র বা শেষ কথা নয়। এই মৃত্যু দুঃখজনক। যে মায়ের বুক খালি হলো তার জন্য দলীয় পরিচয় কোন সান্ত্বনার বাণী বহন করে না। যে সন্ত্রাসকে লালন করা হয়েছে ছাত্র রাজনীতির নামে এবং দলীয় আদর্শ ও কর্মপন্থা শিক্ষাঙ্গনে প্রয়োগের মানসিকতা নিয়ে ছাত্র রাজনীতি পরিচালিত করা হচ্ছে সেই সন্ত্রাসের শিকার সে।

সব শেষে বলতে হয় শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তি এবং শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের মধ্যে সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য। এজন্য মঞ্চ ভাষণের চিরাচরিত সুভাষিতাবলীর উদাহরণ নিজেদের আন্তরিকতার পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন কাজের বেলায় সেই কথাটা কতখানি মূল্য বহন করছে, তার প্রমাণ রাখা।

কর্তৃপক্ষ কলেজ বন্ধ ঘোষণা করে সন্ত্রাস বন্ধ করতে পারবেন না। চট্টগ্রাম বাণিজ্য কলেজের দুঃখজনক ও লজ্জাজনক ঘটনার সঠিক তদন্ত করেই প্রতিকারের পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব। দুঃখের বিষয় কখনও সেই পথ অনুসরণের মত দৃঢ়তা দেখানো হয় না। কারণ, এক সময় কলেজ খোলা হবে। হৃদয়ে হিংসা ও প্রতিহিংসার বীজ বহন করে শিক্ষাঙ্গনে সুস্থতা ফিরানো যায় না।